তারিখ ... 1-JUN-2010 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষানীতি অনুমোদন

- অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক
- মাধ্যমিক স্তর হবে ৯ম-দ্বাদশ শ্রেণী

■ **ইত্তেফাক রিপোর্ট**

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাড়িয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। ১০ম শ্রেণীতে আঞ্চলিক পর্যায়ে একই প্রশ্নে পরীক্ষা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে দুটি মাত্র বোর্ড পরীক্ষা হবে, ৮ম ও দ্বাদশ শ্রেণীতে। ৫ম ও ১০ম শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি দেয়া হবে।

ডিগ্রি কোর্স তুলে দিয়ে পর্যায়ক্রমে সব অনার্স করা হবে। মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ, মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে একই বই পড়তে হবে। এছাড়া সকল শিক্ষার্থীর নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকছে নয়া শিক্ষানীতিতে। গড়ে তোলা হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। থাকবে গবেষণার অনেক ক্ষেত্র।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ শিক্ষানীতি অনুমোদন করা হয়। পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ তথ্য অধিদফতরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষানীতি বিষয়ে ব্রিফিং দেন।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে- ধর্ম, ছেলেমেয়ে, আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান ও আদিবাসীসহ সকল জাতিসত্তা ও প্রতিবন্ধী নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষার আওতায় আনা। দেশে বিরাজমান আবহ ও উপাদানসম্পৃক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও নৈতিক শিক্ষাকে জোরদার করা এবং বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা ও জ্ঞান বাড়ানোর জন্য উচ্চমানের গবেষণার ব্যবস্থা করা।

প্রাথমিক স্তর ঃ নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাক শিক্ষা

➾ এরপর পৃষ্ঠা ১৯, কলাম ৪

শিক্ষানীতি অনুমোদন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছে। ৫ বছরের শিশুদের এক বছরের জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় পদও সৃষ্টি করা হবে। আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষায় শিখতে পারে সে জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। ৫ম শ্রেণীর ফলাফলের উপর বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত হবে বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও সার্বজনীন। ৮ম শ্রেণী অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পর যে কেউ বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষায় যেতে পারবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও লেদার ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বাড়ানোর কথা নীতিতে বলা হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তর ঃ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। দশম শ্রেণী শেষে সমাপনী পরীক্ষা উপজেলা/পৌরসভা/থানা পর্যায়ে একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এই স্তরে সাধারণ, মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক ধারায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়ে একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি থাকবে।

উচ্চ শিক্ষা ঃ নতুন নীতি অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বিকেন্দ্রীকরণ করতে বলা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগীয় সদরে এর কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্সকে পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স করা হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নির্বাচন এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বেসরকারি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ মাদ্রাসায় পড়লেও শিক্ষার্থীকে বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। এই শিক্ষা পাঠ্যক্রম এমনভাবে করা হবে যেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম একথা শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করতে পারে। উদ্দেশ্য থাকবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর প্রতি গভীর বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে ছাত্র-ছাত্রীদের সক্ষম করে তোলা। এছাড়া শিক্ষার অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ইবতেদায়ী পর্যায়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাসহ নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়গুলো পড়তে হবে। একইভাবে মাধ্যমিক পর্যায়েও নির্ধারিত বিষয়গুলো বাধ্যতামূলক করার কথাও বলা হয় নীতিতে।

শিক্ষকের পদমর্যাদা ঃ প্রস্তাবিত নীতিতে শিক্ষকের পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে বলা হয়েছে। এতে করে ভাল শিক্ষার্থীরা শিক্ষকতার পেশায় আসবে। তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করবে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের ব্যাপক ও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেয়া ও সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তন এবং স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের পদক্ষেপ নেয়ার কথাও শিক্ষা নীতিতে বলা হয়েছে।

আমার ১৪ বছরের স্বপ্নপূরণ হল ঃ শিক্ষামন্ত্রী

মন্ত্রিসভা বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ তার অফিস কক্ষে সাংবাদিকদের বলেন, আমার ১৪ বছরের স্বপ্ন পূরণ হলো। এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে ছিলাম। তখন এ নীতি প্রণয়নের দায়িত্বে ছিলাম। এর মূল উদ্যোক্তা হিসাবে আমরা আনন্দিত। তিনি বলেন, নতুন শিক্ষা নীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ এ তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরেই দুইটি করে পরীক্ষা হবে।

নতুন শিক্ষা নীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ অভিযোগ ভুল। জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ইসলামকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা এ নীতি চূড়ান্ত করার আগে ওলামা ও মাশায়েখদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মতামত নিয়েছি। নতুন নীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালনায় একটি মাদ্রাসা শিক্ষা 'অধিদপ্তর' এবং অনুমোদনকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালনায় ওইসব মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হবে। এ শিক্ষা কিভাবে চলবে তারাই তার নীতি ঠিক করবেন।

প্রেস সচিব বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে একটি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সেই শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন পরবর্তী সরকার বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। মূলতঃ ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত কোন সরকারই একটি সুষ্ঠু শিক্ষানীতির জন্য কার্যকর কোন উদ্যোগ নেয়নি। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশন সরকারের কাছে প্রতিবেদনও পেশ করে। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে সেই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগই নেয়নি। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে একটি বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি করার উদ্যোগ নেন। অধ্যাপক শামসুল হকের শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনকে আরো যুগোপযোগী, আধুনিক এবং সকলের মতামতের ভিত্তিতে নয়া শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়ন করা হয়। এই নীতি করার আগে সরকার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মতামত নেয়। এছাড়া নীতির উপর বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামও অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি শিক্ষানীতি খসড়া চূড়ান্ত করে।

প্রেস সচিব আরো জানান, গতকালের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) সংশোধন আইন-২০১০ এবং ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা (শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট) নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী আইন-২০১০, কাস্টমস আইন-১৯৬৯-এবং মূল্য সংযোজন কর ১৯৯১-এর সংশোধনী প্রস্তাব, জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০'-এরও খসড়া প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়। বৈঠকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বোর্ড অব গভর্নরস-এর ৪৩তম বার্ষিক সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর জেনেভা ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর এবং ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের শিল্পমন্ত্রীদের বৈঠকে শিল্পমন্ত্রীর অংশগ্রহণের বিষয়ে মন্ত্রিসভাকে অবহিত করা হয়।